স. মারশাক

চিত্রশিল্পী:
ভ. লেবেদেভ

গোঁফওলা ডোরা-কাটা

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

মস্কো

রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ:
নীরেন্দ্রনাথ রায়

এক যে ছিল খুকুমণি। কি যেন তার নাম?
নামটি তার
সবাই জানে,
কেবল তোমরা ছাড়া।
বয়সটি তার কত?
গ্রীষ্মে শীতে
অনেক ঋতু—
চল্লিশেরই মতো?
না, মাত্র বছর চার।
তার ছিল এক... কি ছিল তার?
ধোঁয়াটে রং,
গোঁফওলা,
ডোরা-কাটা,
কি যেন এটা? বিড়ালছানা।

খুকুমণি বিড়ালছানাকে শোয়াতে গেল।

—এই যে তোমার পিঠের তলে
নরম নরম পালক পেলে।

এই পালকের গদির ওপর
পেতে দিলাম ফরসা চাদর।

তোমার দুটি কানের তরে
বালিশ দুটি থাকবে পরে।

কম্বল দিয়ে ঢাকা হলে
চাপা দিলাম এক রুমালে।

বিড়ালছানাকে শোয়ানোর পর সে নিজে গেল রাত্রের খাবার খেতে।

ফিরে এসে, — কি দেখলে?

ল্যাজটি — যেথায় বালিশ আছে,

চাদর গেছে — কানের কাছে।

এমনি করে ঘুমায় নাকি? সে বিড়ালছানাকে ঘুরিয়ে শুইয়ে দিলে, যেমন হওয়া উচিত:

পিঠের তলায়

পালক।

পালকের ওপর

চাদর।

কানের তলে

বালিশ।

আর নিজে খাওয়া শেষ করতে গেল। আবার ফিরে এসে — কি দেখলে?

পালক,
চাদর,
বালিশ —
কিছুই নেই,
গোঁফওলা
ডোরা-কাটা
শুয়ে আছে
খাটের তলেই।

এমনি করে কি ঘুমায় নাকি? কি বোকা এই বিড়ালছানাটা!
খুকুমণি বিড়ালছানাকে স্নান করাবে।

নিয়ে এলো
সাবান
আর গা-ঘষার
ঝামা,
বালতি থেকে
জল আন্‌লো
চায়ের কাপে করে।

বিড়ালছানার ইচ্ছা নাই ক স্নান করার,
উল্টে দিলে পাত্রটি তার জল-ধরার,

সিন্দুকেরই পিছনেতে একটি কোণে
জিভটি দিয়ে মুখটি চাটে আপন মনে।

কি বোকা এই বিড়ালছানাটা!

খুকুমণি বিড়ালছানাকে কথা কইতে শেখাবে:
—পুসি, বল্‌ত, বল।
পুসি বলে, মিয়াও!

—বল্‌ত, ঘো-ড়া।
পুসি বলে, মিয়াও!

—বল্, ই-লেক্-ট্রি-সি-টি।
পুসি বলে, মিয়াও! মিয়াও!

কেবল 'মিয়াও' আর 'মিয়াও'! কি বোকা এই বিড়ালছানাটা!

খুকুমণি বিড়ালছানাকে খাওয়াবে।

নিয়ে এলো বাটি-ভরা পরিজ্
বিড়ালছানা করলে তাকে খারিজ।

নিয়ে এলো থালা-ভরা মূলো,
বিড়ালছানা পাঠালো এক-চুলোয়।

নিয়ে এলো চর্বির টুক্‌রো একখানা,
পুসি বলে: এই টুকুতে পেট ভরে না।

কি বোকা এই বিড়ালছানাটা!

বাড়ীতে ইঁদুর ছিল না, কিন্তু ছিল অনেকগুলো পেন্সিল। বাবার টেবিলে সাজানো থাকত, পড়ল তারা বিড়ালছানার হাতে। সে ছুটল লাফিয়ে, ধরল একটা পেন্সিল, যেন ইঁদুরছানাকে;

পেন্সিলটা গড়িয়ে যায়
টেবিল থেকে খাটের তলায়,
ছাড়িয়ে চেয়ার, চৌকির সার,
চললো খাবার টেবিলের ধার,
ঢুকলো শেষে শাঁ করে
আলমারির তলে মেঝের 'পরে।

পুসি বসে সামনে তার,
দম যেন তার পড়ে না আর...
বিড়ালছানার ছোট হাতে
যায় না ধরা পেন্সিলটাকে।

কি বোকা এই বিড়ালছানাটা!

খুকুমণি বিড়ালছানাকে শালে ঢেকে নিয়ে চললো বাগানে বেড়াতে।

লোকে বললে: — ওটা তোমার কে?

খুকুমণি উত্তর দিলে: — আমার মেয়ে।

লোকে বললে: — তোমার মেয়ের গাল ধোঁয়াটে কেন?

খুকুমণি উত্তর দিলে: — অনেকদিন স্নান করেনি।

লোকে বললে: — তার হাতে রোঁয়া, আর গোঁফ, যেন বাবার মতো?

খুকুমণি উত্তর দিলে: — অনেকদিন কামায়নি।

বিড়ালছানা তখন লাফ দিয়ে ছুটে পালালো — সবাই দেখলে যে, ওটা বিড়ালছানা, গোঁফওলা, ডোরা-কাটা।

কি বোকা এই বিড়ালছানাটা!

তারপরে, দিন কাটলো,
পুসি বিজ্ঞ বিড়াল হলো।

আর খুকুমণিও বড় হলো, তার বুদ্ধি হলো, সে ভর্তি হলো এক শ' এক নম্বর স্কুলের এক নম্বর ক্লাসে।

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

ছোট শিশুদের জন্য

С. МАРШАК
УСАТЫЙ ПОЛОСАТЫЙ